সমৃদ্ধির জন্য কাঁকড়া

মে ২০২০

কাঁকড়া চাষ প্রকল্প

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ইফাদ এর অর্থায়নে Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project এর আতওতায় কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প টি কোস্ট ট্রাস্ট বাস্তবায়ন করছে। জেলার সদর, টেকনাফ, চকরিয়া, মহেশখালী ও উখিয়া উপজেলার ৭৫০০ জন কাঁকড়া চাষী প্রকল্পের আওতাভুক্ত। ৩৩ মাস মেয়াদী প্রকল্পটি মার্চ ২০১৮ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত চলবে।

প্রকল্পটির লক্ষ্য:

- উন্নত পদ্ধতিতে কাঁকড়ার চাষ ও মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- আধুনিক পদ্ধতি অনুসরনের মাধ্যমে চাষীদের পরিবেশ বান্ধব কাকঁড়া চাষ ও মোটাতাজাকরনে অভ্যস্থকরন ও বাজার সংযোগ জোরদারকণ।
- কাকঁড়া চাষে পানির গুনাগুন পর্যবেক্ষণের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও মানসম্মত উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।
- কাঁকড়া চাষীদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা।

পাশাপাশি তিন পুকুরে ক্ল্যাবলেট ছেড়ে নার্সিং করছেন হ্লীলার তিন উদ্যোক্তা

হ্লীলার ক্ল্যাবলেট নার্সিং পুকুর। ছবিঃ উদ্যোক্তা নুর বশর

হ্লীলার তিন উদ্যোক্তা- নুর বশর, মোঃ ইলিয়াস এবং মাসুদ হক পাশাপাশি তিন পুকুরে কোস্ট ট্রাস্টের উৎপাদিত ক্ল্যাবলেট ক্রয় করে নার্সিং করছেন। পরবর্তীতে নার্সিং করা কাঁকড়া সফটসেল কাঁকড়া চাষীদের কাছে বিক্রি করা যাবে অথবা সে পুকুরে রেখেই রপ্তানি উপযোগী করে তোলা যাবে। উদ্যোক্তা নুর বশর বলেন, "দিনকেদিন কাঁকড়ার প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে এবং পরবরতীতে রপ্তানি টিকিয়ে রাখতে হলে হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার ওপর নিভর্র করতে হবে।" কাঁকড়া রপ্তানি একটি লাভজনক ব্যবসা হওয়ায় দিনকেদিন কাঁকড়া আহরণ বেড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া পরিপক্ক ডিম্বাশয়ের কাঁকড়ার চাহিদা বেশি থাকায় তার আহরণও বেড়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত কাঁকড়ার প্রাকৃতিক মজুদ কমে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক কাঁকড়া আহরণ করে রপ্তানি করা যাবে না। এ অবস্থায় ক্ল্যাবলেট (কাঁকড়ার পোনা) উৎপাদন করে তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নার্সিং করে পরবর্তীতে রপ্তানি উপযোগী পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হওয়া অতি প্রয়োজন বলে মনে করেন কোস্ট ট্রাস্টের পেইস প্রকল্পের প্রতিনিধিরা।

কলাতলির কাঁকড়া হ্যাচারিতে কোস্ট ট্রাস্টের সফল পাঁচ ধাপ ক্ল্যাবলেট উৎপাদনের পর নিজ আগ্রহে কাজ শুরু করেছেন উদ্যোক্তা

পিকেএসএফ-র অর্থায়নে কোস্ট ট্রাস্টের বাস্তবায়নে উদ্যোক্তা অং ছিনের এ হ্যাচারিতে গত বছর দুই ধাপ ও এ বছর তিন ধাপে মোট ৪২,৩৮৯ টি ক্ল্যাবলেট উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত প্রতি ক্ল্যাবলেট ২ টাকা দরে বিক্রি করা হয়েছে। কৃষিজ পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এবার নভেল করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউনের সময়েও কাজ চলেছে এ হ্যাচারিতে। কোস্ট ট্রাস্টের সফল পাঁচ ধাপ ক্ল্যাবলেট উৎপাদনের পর উদ্যোক্তা নিজ আগ্রহে কাজ শুরু করেছেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে উদ্যোক্তা জানান, "সল্প খরচে সর্বোচ্চ লাভের উদ্দেশ্যেই কাজ করবেন।" এটা পারিবারিক পর্যারের হ্যাচারি বিধায় শীতকালে হিটার ব্যবহার করে উৎপাদন করতে গেলে খরচের চেয়ে উৎপাদন কমে যেতে পারে। তাই আগামী ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে কাজ বন্ধ রেখে গরম পড়তে থাকলে মার্চ থেকে আবার কাজ শুরু করবেন বলে জানান তিনি।

২০২০ সালের এপ্রিল মাসের কার্যবিবরণী	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০ টি	০ টি
এভিসিএফ দের খামার পরিদর্শন	০ টি	০ টি
হ্যাচারীতে ক্ল্যাবলেট উৎপাদন	৯০০০ টি	৩৪৩০ টি
বিক্রিত ক্ল্যাবলেট	৩৪৩০ টি	৩৪৩০ টি

সম্পাদকীয়: সমৃদ্ধির জন্য কাঁকড়া তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশে যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ কোস্ট ট্রাস্ট, পেইস-ক্ল্যাব প্রকল্প, আনাস ভিলা, খুরুশকুল রোড, কক্সবাজার। মোবাইলঃ ০১৩১৩৭৯৮৮৬৫, ইমেইলঃ chayonkumar@coastbd.net